গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
পল্লী ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং-এবাএখা/ উন্নয়ন/উপজেলা/৫২৪৩/২০১৩-১৭২৩ তাং- ০৫/০৮/২০১৩ খ্রি.

বিষয়ঃ একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের কার্যক্রম সকল ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে সম্প্রসারণ একনেক সভায় অনুমোদিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে করণীয়।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নপ্রসূত একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প মাঠ প্রশাসনের নেতৃত্বে প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সহায়তায় অত্যন্ত সফলতার সাথে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ৩০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ১৭৩০০ গ্রামউন্নয়ন সমিতি গঠিত হয়েছে, যার সরাসরি উপকারভোগী ১০ লক্ষ ৩৮ হাজার পরিবার তথা ৫১ লক্ষ দরিদ্র জনগণ। সমিতির সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয়ের পরিমান ৩৫৫ কোটি টাকা, সরকার প্রদত্ত বোনাস ৩৫৫ কোটি টাকা এবং সরকার প্রদত্ত ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল ৪৯০ কোটি টাকাসহ সমিতিগুলোর মোট তহবিলের পরিমাণ ১২০০ কোটি টাকা। উক্ত তহবিল ব্যবহার করে গ্রামীণ পর্যায়ে ইতোমধ্যে ৬,৬০,০০০ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়বর্ধক খামার গড়ে উঠেছে। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রকল্পের অনুকূল প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। এ সাফল্য বিবেচনায় সরকার প্রকল্প সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সম্প্রসারিত প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি বিগত ৩০.০৭.২০১৩ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করেছে। সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপিতেও মাঠ প্রশাসনকে মূল বাস্তবায়নকারী এজেন্সি নির্ধারণ করা হয়েছে। অনুমোদিত প্রকল্প দেশের সকল উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে বাস্তবায়ন করা হবে। সে হিসেবে সারা দেশের ৪৫০৩টি ইউনিয়নের (৪৫০৩x৯) ৪০৫২৭টি ওয়ার্ডে একটি করে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠিত হবে। ৩০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত প্রতি উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে ৩৬টি করে সমিতি গঠিত হয়েছে। ঐ ইউনিয়নগুলো বাদ দিয়ে উপজেলার অবশিষ্ট প্রতিটি ইউনিয়নে ৯টি করে গ্রাম বাছাই করে প্রতি গ্রামে ১টি করে সমিতি গঠন করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকায় বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে। তথাপি প্রকল্প কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত ধারাবাহিকভাবে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল।

১. প্রথম ধাপঃ গ্রাম নির্বাচন

দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতা, শিক্ষার অপ্রতুলতা, নিয়মিত কাজের অভাব, প্রাকৃতিক কারণে বিপর্যস্ততা ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে প্রতিটি ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে গ্রাম নির্বাচন করে ৯টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করতে হবে। এক্ষেত্রে ওয়ার্ডকে দুভাগ করে এক ভাগে এ সমিতি গঠন করা যেতে পারে। পরবর্তীতে অপরভাগের গরিব জনগোষ্ঠীকে প্রকল্পের আওতায় আনার বিষয় বিবেচনাধীন থাকবে। সমিতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সদস্য সংগ্রহের এলাকা নিবিড় হওয়া প্রয়োজন। প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকায় বর্ণিত উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে গঠিত গ্রাম নির্বাচন কমিটি আগামী ১৫.০৮.২০১৩ তারিখের মধ্যে প্রতিটি ইউনিয়নের আওতায় গ্রামগুলো চূড়ান্ত করবে।

২. দ্বিতীয় ধাপঃ উপকারভোগী নির্বাচন

নির্বাচিত প্রতিটি গ্রামে ৬০টি দরিদ্র পরিবার বাছাই করতে হবে। যার মধ্যে কমপক্ষে ৪০ জন মহিলা পরিবারপ্রধান ও ২০ জন পুরুষ পরিবারপ্রধান হবেন। যদি কোন গ্রামে ৪০ জন মহিলা পরিবারপ্রধানযুক্ত গরিব পরিবার না পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে পুরুষ পরিবারপ্রধান হলেও সদস্য হবেন তার স্ত্রী। দরিদ্র উপকারভোগী বাছাই প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ করার জন্য প্রকল্প

বাস্তবায়ন নির্দেশিকাতে প্রতি ইউনিয়নের জন্য উপজেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে ট্যাগ অফিসার নিয়োগ করার বিধান রয়েছে। ট্যাগ অফিসারের নেতৃত্বে বিবেচ্য ইউনিয়নে কর্মরত জনপ্রতিনিধি, সরকারি আধাসরকারি বিভাগে কর্মরত কর্মচারীদেরকেও কমিটির সদস্য করা হয়েছে। উক্ত কমিটি নিম্নবর্ণিত মানদণ্ড অনুযায়ী দরিদ্র পরিবার বাছাই নিশ্চিত করবে।

১. গরিব পরিবার (মহিলা প্রধান; ০-৫০ শতক ভূমির মালিক) অগ্রাধিকার-১
২. গরিব পরিবার (৩০ শতক ভূমির মালিক) অগ্রাধিকার-২
৩. গরিব পরিবার (সর্বোচ্চ ৫০ শতক ভূমির মালিক) অগ্রাধিকার-৩
৪. চরাঞ্চলে গরিব পরিবার (সর্বোচ্চ ১.০০ একর ভূমির মালিক) অগ্রাধিকার-৪

গরিব পরিবার বলতে সেই সব পরিবারকে বুঝাবে যাদের নিয়মিত কোন আয়ের উৎস নেই, ক্রয় ক্ষমতা নেই, সাধারণ মানুষ যাদের গরিব বলে মনে করে। বর্ণিত সকল ক্ষেত্রে শহীদ পরিবার, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, আহত ও পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

২.১ উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়াঃ

ট্যাগ অফিসারের নেতৃত্বে কমিটির সকল সদস্য, এলাকার স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, জনপ্রতিনিধি, মসজিদের ইমাম, শিক্ষক ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট গ্রামে দরিদ্র পরিবার বাছাই করতে হবে। কমিটি পরিবার বাছাইয়ের একটি নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় ঠিক করে গ্রামের সকল পরিবার ও বর্ণিত সকলকে উপস্থিত থাকার উদ্দেশ্যে নোটিশ জারী করবে। সংশ্লিষ্ট গ্রামে মাইকিং ও ঢোল পিটিয়ে পরিবার বাছাইয়ের তথ্য সকলকে আবশ্যিকভাবে অবহিত করতে হবে। উপজেলা সমন্বয়কারী এ বিষয়গুলো নিশ্চিত করবেন। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে উপরিবর্ণিত মানদণ্ড অনুযায়ী ৬০টি পরিবার বাছাই চূড়ান্ত করতে হবে। প্রকাশ্য সভায় সর্বসাধারণের কাছে যিনি গরিব বিবেচিত হবেন তিনিই প্রকল্পের সদস্য হবেন। কোন অবস্থাতেই প্রকাশ্য সভার অগোচরে কোন পরিবার নির্বাচন করা যাবেনা।

৩. তৃতীয় ধাপঃ গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন

নির্বাচিত ৬০টি পরিবার হতে একজন করে সদস্য নিয়ে একটি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করতে হবে। এ সমিতি পরিবার বাছাই করার সভায়ও গঠন হতে পারে। পরিবারপ্রধানকে সমিতির সদস্য করা হবে। তবে মহিলা সদস্যের ক্ষেত্রে পরিবারপ্রধান না হলেও সদস্য করা যাবে। এক পরিবার হতে একাধিক সদস্যকে সমিতির সদস্য করা যাবেনা। গ্রামের নামের সাথে মিল রেখে সমিতির নামকরণ করতে হবে। যেমনঃ **আনন্দপুর** গ্রাম উন্নয়ন সমিতি।

৩.১ সমিতির সভাপতি ও ম্যানেজার নির্বাচনঃ

নির্বাচিত ৬০ জন সদস্যের মধ্য হতে একজন সভাপতি ও একজন ম্যানেজার নিয়োগ করতে হবে। প্রকাশ্য সভায় সকলের মতামত নিয়ে এ নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে। সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য, সম্মানীয় একজন লোককে সভাপতি নিয়োগ করতে হবে। তবে ম্যানেজার নিয়োগের ক্ষেত্রে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার সাথে সাথে সমিতির হিসাবরক্ষণ ও দাপ্তরিক যোগাযোগে সক্ষম এবং বিশ্বস্ত একজন লোককে বাছাই করতে হবে।

৩.২ সমিতির হিসাব ও রেকর্ডপত্র সংরক্ষণঃ

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে গ্রাম উন্নয়নের মূল ইউনিটে পরিণত করা হবে। সংগঠনের সাফল্যের জন্য হিসাব ও রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ জরুরী। সমিতিতে সদস্য অন্তর্ভুক্তি, সঞ্চয় আদায়, ঋণ বিতরণ, কিস্তি আদায়, সদস্যদের পাসবই সংরক্ষণ, দৈনন্দিন লেনদেন, ব্যাংকের সাথে লেনদেন ইত্যাদি বিষয়ে স্বচ্ছ হিসাব সংরক্ষণ ও প্রয়োজনীয় রেজিস্টারসহ অন্যান্য রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরী। সমিতির ম্যানেজার এ হিসাব ও রেকর্ড সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন। প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীরা এ কাজে ম্যানেজারকে সহায়তা প্রদান করবেন।

৪. চতুর্থ ধাপঃ সমিতির নামে ব্যাংক হিসাব খোলা

নিকটস্থ কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকে সমিতির নামে একটি ব্যাংক হিসাব খুলতে হবে। যে সকল উপজেলায় মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু রয়েছে বা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে সেখানে নিয়োজিত ব্যাংকের সাথে মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব খুলতে হবে। সমিতির ম্যানেজার ও প্রকল্পের উপজেলা সমন্বয়কারীর যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে। উক্ত হিসাব হতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের লিখিত অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন অর্থ উত্তোলন করা যাবেনা। হিসাব খোলার সময়ই 'উপজেলা নির্বাহী অফিসারের লিখিত অনুমোদন নিয়ে অর্থ উত্তোলিত হবে' মর্মে ব্যাংকে নির্দেশনা দিতে হবে। সমিতির সকল লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে। ম্যানেজার বা প্রকল্পের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী সমিতির কোন তহবিল নিজের কাছে রাখতে পারবেনা। নগদ অর্থ সাথে সাথে ব্যাংকে জমা প্রদান করতে হবে।

৫. পঞ্চম ধাপঃ গ্রাম উন্নয়ন সমিতি নিবন্ধন

গঠিত গ্রামউন্নয়ন সমিতি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় হতে প্রকল্পের ইতঃপূর্বে গঠিত সমিতির অনুরূপ অনানুষ্ঠানিক নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তীতে সমবায় আইনের অধীনে আনুষ্ঠানিক নিবন্ধন প্রদান করা হবে।

৬. ষষ্ঠ ধাপঃ সমিতির কার্যক্রম

৬.১ঃ উঠান বৈঠক

গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সাংগঠনিক ভিতকে টেকসই করা ও সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে কর্মসূচি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের জন্য সমিতিতে সাপ্তাহিক উঠান বৈঠকের আয়োজন করতে হবে। কোন কারণে সাপ্তাহিক বৈঠক করা সম্ভব না হলে অন্ততঃ পাক্ষিক অথবা মাসিক একটি উঠান বৈঠক করতে হবে। ম্যানেজার নিয়মিতভাবে উঠান বৈঠক আয়োজন ও পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ বৈঠকে সদস্যদের সঞ্চয় আদায়, ঋণ অনুমোদন, ঋণের কিস্তি আদায়, সমিতির হিসাবনিকাশ পরিচালনা ও সংরক্ষণ, সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক সকল বিষয় আলোচনা, প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন মনিটর করা হবে। উঠান বৈঠক পর্যায়ক্রমে গ্রামের মিনি পার্লামেন্ট হিসেবে কাজ করবে।

৬.২ঃ সদস্য সঞ্চয় ও উৎসাহ বোনাস প্রদান

সমিতির সদস্যদের তহবিল গঠনে সহায়তা একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। তহবিল গঠনের লক্ষ্যে সদস্যগণ সাপ্তাহিক কমপক্ষে ৫০ টাকা হারে মাসে ২০০ টাকা সঞ্চয় জমা করবেন। সদস্যসঞ্চয় মাসিক ২০০ টাকার কম হবেনা, কারণ সমপরিমাণ উৎসাহ বোনাস প্রদান করা হবে। সমিতির ম্যানেজার উঠান বৈঠকে সদস্যদের সঞ্চয় সংগ্রহ করে তাদের পাসবইয়ে লিপিবদ্ধ করে দিবেন। প্রকল্প হতে প্রতি সদস্যকে তাদের মাসিক ২০০ টাকা সঞ্চয়ের বিপরীতে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা উৎসাহ বোনাস প্রদান করা হবে। এতে একবছরে সদস্য সঞ্চয় হবে ২৪০০ টাকা, উৎসাহ বোনাস প্রদান করা হবে ২৪০০ টাকা, বোনাসসহ মোট সঞ্চয় হবে ৪৮০০ টাকা, যা ব্যাংকসুদ/সার্ভিসচার্জসহ ৫০০০ টাকায় উন্নীত হবে। সমিতির ৬০ জন সদস্যের বার্ষিক সঞ্চয় উৎসাহ বোনাসসহ (৫০০০x৬০) ৩ লক্ষ টাকায় পরিণত হবে।

৬.৩ঃ ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল প্রদান

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় গঠিত প্রতি সমিতিকে বার্ষিক ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল প্রদান করা হবে। সমিতির সদস্যগণ এ তহবিল হতে ঋণ নিয়ে তাদের আয়বর্ধক কাজে ব্যবহার করতে পারবে।

৬.৪ঃ সমন্বিত তহবিল ও আয়বর্ধক কার্যক্রম

সমিতির সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় ও সরকার প্রদত্ত উৎসাহ বোনাসসহ ৩ লক্ষ টাকা এবং ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা সমন্বয়ে বার্ষিক মোট তহবিল হবে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। সমিতিগুলোকে দু'বছর এ সুবিধা প্রদান করা হবে। এ প্রক্রিয়ায় দু'বছরে সমিতির তহবিল ৯ লক্ষ টাকায় উন্নীত হবে। এটি সরকারি অনুদানে গঠিত সমিতির নিজস্ব তহবিল। সরকারকে এ অর্থ ফেরত দেয়ার প্রয়োজন নেই। এ তহবিল ব্যবহার করে সমিতির ৬০ জন সদস্য তাদের

জীবনমান উন্নয়নে আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে। মাত্র ৮% সার্ভিসচার্জে সমিতি হতে সদস্যরা ঋণ নিতে পারবে এবং সমিতিতেই সে অর্থ ফেরত দিবে। তাদের এ তহবিল ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকবে। এ ভাবেই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য মুক্তি ঘটবে।

৬.৫ঃ গ্রাম উন্নয়ন সমিতির বহুমাত্রিক কার্যক্রম

সমিতিতে উৎসাহ বোনাস প্রদান ও ঋণ তহবিল প্রদান ছাড়াও সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান, উঠান বৈঠক অনুষ্ঠানে সহায়তা প্রদান, সমিতির হিসাব সংরক্ষণে সহায়তা, সঞ্চয় আদায়, ঋণ প্রদান ও আদায়ে সহায়তা, সমিতির সকল তথ্যাদি অনলাইন সার্ভারে সংরক্ষণ, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি সহায়তায় মোবাইল ব্যাংকিং করার সুযোগ প্রদান, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুলভ মূল্যে উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সমস্যা সমাধানে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনে সহায়তা, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে বাজার সুবিধা সৃজন ও পণ্য ক্রয় বিক্রয়ে অনলাইন ই-মার্কেটিং ব্যবস্থার সহায়তা প্রদান, সমিতির অফিস স্থাপন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদনের ব্যবস্থা করার নিমিত্ত পল্লী পাঠশালা স্থাপনসহ সমিতির মাধ্যমে বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পের আওতায় গঠিত নতুন, পুরাতন সকল সমিতির জন্য এ সুযোগ চলমান থাকবে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে প্রকল্পের আওতায় আসা ১ কোটি দরিদ্র পরিবার প্রকল্পের আওতায় সৃজিত সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে থাকবে।

৭. সপ্তম ধাপঃ সমিতিতে দু'বছর উৎসাহ বোনাস ও ঘূর্ণায়মান তহবিল প্রদান

প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে প্রতি উপজেলায় ২০টি হিসেবে ৪৮২ টি উপজেলায় ৯৬২০টি সমিতি গঠিত হয়। উক্ত সমিতিগুলোকে বিগত ১ জুলাই, ২০১১ তারিখ হতে ২০০ টাকা সঞ্চয়ের বিপরীতে ২০০ টাকা উৎসাহ বোনাস প্রদান করা হয়েছে। ৩০ জুন, ২০১৩ তারিখে ঐ সমিতিগুলোতে বোনাস প্রদানের সময়কাল দু'বছর অতিবাহিত হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ইতোমধ্যে ঐ সমিতিগুলোর নিজস্ব সঞ্চয়, উৎসাহ বোনাস ও ঋণ তহবিলসহ সমন্বিত তহবিল কমবেশী ৯ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে। উপকারভোগী সদস্যরা উক্ত তহবিল ব্যবহার করে আয়বর্ধক কাজ পরিচালনা করছে। প্রকল্পের মূল্যায়নে তাদের জীবনমান উন্নয়নের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। উপর্যুক্ত অবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে গঠিত সমিতিগুলোতে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দু'বছর উৎসাহ বোনাস প্রদান শেষ হওয়ায় এবং পর্যাপ্ত মূলধন সৃজন হওয়ায় উক্ত সমিতিগুলোতে আর উৎসাহ বোনাস এবং ঘূর্ণায়মান তহবিল প্রদানের প্রয়োজন আছে বলে প্রতীয়মান হয়না। ঐ সমিতিগুলোর তহবিল আরও বৃদ্ধি এবং সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে তাদের নিজস্ব সঞ্চয় ও অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে। এমতাবস্থায়, যে সকল সমিতিতে ২৪ মাস বা দু'বছর অনুরূপ সরকারি সহায়তা বা বোনাস প্রদান কারা হয়েছে সে সকল সমিতির সদস্যদের মাসিক সঞ্চয়ের পরিমাণ সমিতির উঠান বৈঠকে পুনঃনির্ধারণ করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং সেভাবেই এ কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে হবে। তবে ঐ সমিতিতে প্রকল্পের আওতায় সৃজিত অন্যান্য সকল সুযোগ বিদ্যমান থাকবে। প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে গঠিত যে সকল সমিতিতে এখনো উৎসাহ বোনাস প্রদান দু'বছর পূর্ণ হয়নি সে সকল সমিতিতে উৎসাহ বোনাস প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। প্রস্তাবিত নতুন সমিতিতেও একই ব্যবস্থা গৃহীত হবে। নতুন সমিতিতে সঞ্চয় নেয়া হবে জুলাই, ২০১৩ থেকে এবং উৎসাহ বোনাসও প্রদান করা হবে জুলাই, ২০১৩ থেকে।

৮. অষ্টম ধাপঃ অনলাইন ব্যাংকিং ও ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা

প্রকল্পের উপকারভোগীদের আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ ডিজিটাল ব্যবস্থার আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রায় সকল উপকারভোগীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সকল তথ্য অনলাইন সফ্টওয়ারে সংরক্ষিত হচ্ছে। অনেক জেলায় উপকারভোগীরা তাদের সকল আর্থিক লেনদেন অনলাইন মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করছে। নতুন গঠিত সমিতির উপকারভোগীদেরও সকল ডাটা অনলাইন সার্ভারে সংরক্ষণ করতে হবে এবং তাদেরকে অনলাইন মোবাইল ব্যাংকিং-এর আওতায় নিয়ে আসা হবে। এ ব্যাপারে প্রথম থেকেই প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। কারণ অনলাইন ব্যাংকিং-এর কার্যক্রমই অতিসত্বর একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় রূপ নিবে।

দেশের সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পর্যায়ক্রমে প্রকল্পের আওতায় এনে তাদের দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করার জন্য সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য এ এক অনন্য সুযোগ। এ মহৎ কাজে আপনাদের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। মাঠ প্রশাসনের আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতীত প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য অসম্ভব ছিল এবং ভবিষ্যতেও আপনাদের সহযোগিতা প্রকল্পকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করবে। নতুন আঙ্গিকে অবশিষ্ট ইউনিয়নে প্রকল্প কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আপনার উপজেলায় একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল।

উল্লেখ্য, এ পত্রের কোন অনুচ্ছেদের অর্থের বিষয়ে কোন জটিলতা বা অস্পষ্টতা থাকলে 'প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকা'-এর বিধান অনুসরণ করতে হবে।

(ড. প্রশান্ত কুমার রায়)
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
---------- (সকল)

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১. সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, বিআরডিবি, ঢাকা।
৩. জেলা প্রশাসক (সকল)----------জেলা।
৪. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫. উপপরিচালক, বিআরডিবি (সকল)----------জেলা।
৬. উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (সকল)----------উপজেলা।
৭. উপজেলা সমন্বয়কারী (সকল), একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প----------উপজেলা।